শ্রী অমলেশ কুমার ঘোষ, কবি, সাহিত্যিক, এবং সমাজ সচেতন ব্যক্তিত্ব। "স্মরণিকা" সম্পাদনা করে আসছেন। লেখনী সাহিত্য পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা। "স্মরণিকা" ছাড়াও লেখনী কলকাতা বইমেলা ২০২৫ লেখনী জন্মদিন বইয়ের সম্পাদনা করেছেন যেখানে ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের কবি লেখক সাহিত্যিক অংশগ্রহণ করেছেন একযোগে। ফ্রী কোচিং সেন্টার, গ্রুপ থিয়েটার ও সামাজিক কাজে জীবন ছিল বর্ণময় ও রোমাঞ্চকর। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন প্রদেশে কাজ করা ও থাকার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বৈচিত্রময় আপোষহীন ব্যক্তিজীবন।

চাকরি জীবন অবসানের পর আবার বাংলায় লেখা শুরু। বর্তমানে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়, শারদীয়া ও যৌথ কাব্যগ্রন্থে, দুপার বাংলায়। East Coast of USA বা পরমাণু বোমার আঁতুড়ঘরে একদিন, স্নেহলতা কাব্যগ্রন্থ, সন্তোষ গল্পগুচ্ছ, ধামরাই শুনছো কাব্যগ্রন্থ, দুই ভাইয়ের যৌথ কাব্যগ্রন্থ জীবনকথা, উল্লেখনীয় একক প্রকাশনা। প্রথম উপন্যাস মন অবতার প্রকাশের পথে। একক ভাবে ভ্রমণকাহিনী ও কাব্য গ্রন্থ কবিতায় কথা ছাড়াও তিনটি বই সম্পাদনার কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন।

স্মরণিকা– ২০২৫

সম্পাদনায়-

শ্রী অমলেশ কুমার ঘোষ

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

ISBN: 978-984-98101-9-3

উ ৎ স র্গ

বাংলা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস
সকল শহীদদের জন্য
বাংলা ভাষার সাহিত্যিক গুণীজনদের জন্য
আমাদের স্মরণিকা- ২০২৫ উৎসর্গ করলাম

সূ|চি|প|ত্র

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ অংশ			
বরুণ চক্রবর্তী	৪০ – ৪২	৯৬ – ৯৮	শংকর হালদার শৈলবালা
বেবি চক্রবর্ত্তী	৪৩ – ৪৪	৯৮ – ৯৯	গৌতম তরফদার (বুদ্ধুরাম)
অনুরাধা দে	৪৫ – ৫০	৯৯ – ১০১	প্রসূন বিশ্বাস
সুশান্ত ঘোষ	৫১ – ৫৪	১০১ – ১০৩	সিদ্ধার্থ লাহিড়ী
যশোদা নন্দ গোস্বামী	৫৫ – ৫৭	১০৪ – ১০৫	শ্রাবন্তী মুখার্জি
ডঃ পার্থ প্রতিম বিশ্বাস	৫৮ – ৬০	১০৫ – ১০৮	বিষ্ণু মুখার্জী
দীপ্তি নন্দন	৬১ – ৬৩	১০৯ – ১২২	অমলেশ কুমার ঘোষ
সাহানা	৬৪ – ৬৮	১২৩	মিলি কবিরাজ
চন্দ্রানী ব্যানার্জি	৬৮ – ৬৯	১২৪	যশোদা নন্দ গোস্বামী
ড. রুণা পাল	৭০	১২৫ – ১২৬	বিপুল আচার্য
সমীর কুমার প্রতিহার	৭১	১২৬ – ১২৭	রতন চন্দ্র দেবনাথ
সমীর কুমার প্রতিহার	৭২	১২৮ – ১২৯	নন্দিতা দাস
গৌতম কুন্ডু	৭৩ – ৭৪	১২৯ – ১৩১	ঝরনা দত্ত
প্রতিমা চক্রবর্তী	৭৫ – ৭৬	১৩২	রিয়া মজুমদার
পূরবী গুপ্তা	৭৭	১৩৩ – ১৩৪	সুখময় মুড়াসিং
শাফিয়া চৌধুরী	৭৮ – ৮১	১৩৫	চিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়
অমলেশ কুমার ঘোষ	৮২ – ৮৫	১৩৬ – ১৩৯	অমলেশ কুমার ঘোষ
সুভাষ নারায়ণ বসু	৮৬ – ৮৮	১৪০ – ১৪২	মুসলিমা বেগম
ববিতা ঘোষ	৮৯ – ৯০	১৪৩ – ১৪৪	গোবিন্দ লাল মজুমদার
সুনীল রায়	৯১ – ৯৫		

কবিতা অংশ

রজনী কান্তি দাস	১৪৬ – ১৫২	১৯৬	দীপক কুমার সিকদার
অমিত পাল	১৫৩ – ১৫৪	১৯৭ – ১৯৮	সোনিয়া আক্তার লিপি
শেখ সিরাজ	১৫৫	১৯৯ – ২০০	মিলি কবিরাজ
কিংশুক সাঁই	১৫৬	২০১	বি এম মিজানুর রহমান
আশা সরকার	১৫৭	২০২ – ২০৩	চঞ্চল কুমার বৈদ্য
অর্চনা মালাকার	১৫৮ – ১৫৯	২০৪	সুব্রত ভৌমিক
প্রমিলা দেবী	১৬০ – ১৬১	২০৫ – ২০৬	যশোদা নন্দ গোস্বামী
রঞ্জিত কুমার রায়	১৬২	২০৭	সঞ্জয় বৈরাগ্য
সুব্রত ভৌমিক	১৬৩	২০৮ – ২০৯	ড. রুণা পাল
নাঈমা হক	১৬৪ - ১৬৫	২১০	প্রীতি মিত্র
মুনমুন চক্রবর্তী সেন	১৬৬	২১১	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
জয়ন্তী ভারতী	১৬৭ – ১৬৮	২১২	রকিবুল ইসলাম
ঝরনা দত্ত	১৬৯ – ১৭০	২১৩ – ২১৪	দীনেশ চন্দ্র মন্ডল
শুভ্রা মণ্ডল	১৭১	২১৫	তৈয়বুল ইসলাম
ডঃ পার্থ প্রতিম বিশ্বাস	১৭২ – ১৭৪	২১৬	নীতা কবি মুখার্জী
স্নেহলতা মন্ডল	১৭৫	২১৭	অসীম মন্ডল
দীপিকা হালদার	১৭৬ – ১৭৭	২১৮ – ২১৯	কাজলরেখা
এ.কে.মাসুম	১৭৮	২২০ – ২২২	ড: শৌভীক মুখার্জী
রীনা পাত্র হাজরা	১৭৯ – ১৮১	২২৩ – ২২৪	তপন পাত্র
তপন কুমার সাহা	১৮২	২২৫ – ২২৬	সুতপা ঘোষ হাজরা
সুদীপা চক্রবর্তী	১৮৩ – ১৮৪	২২৭ – ২২৯	পঙ্কজ বোস
বিজয় কুমার বৈদ্য	১৮৫	২৩০	সুবল বসু
বনানী মল্লিক	১৮৬	২৩১	মোঃ নাজিম আহমেদ
পান্না দেবনাথ	১৮৭ – ১৮৯	২৩২ – ২৩৩	সামিউল ইসলাম
ঊষা কাঁড়ার	১৯০ – ১৯১	২৩৪	মৌমিতা সরদার নস্কর
মনীষা দাস	১৯২	২৩৫	অজিতা মুখার্জী
নন্দগোপাল সেন	১৯৩ – ১৯৫	২৩৬ - ২৩৭	সুদীপ চক্রবর্তী

সিপ্রাদাস ২৩৮ – ২৪০	২৭৩ সঞ্জয় টুডু
সমীর মুখার্জী ২৪১ – ২৪২	২৭৪ সোনিয়া আক্তার লিপি
নন্দিতা দাস কর্মকার ২৪৩	২৭৫ বাসুদেব বসু
চিত্তরঞ্জন মৃধা ২৪৪	২৭৬ অঞ্জলি দত্ত
প্রতিমা চক্রবর্তী ২৪৫ – ২৪৬	২৭৭ – ২৭৮ শামীম আরা শিপ্রা
প্রণব চক্রবর্তী ২৪৭ – ২৪৮	২৭৯ প্রদীপ রায়
রাহুল সেনগুপ্ত ২৪৯ – ২৫০	২৮০ সুখময় মুড়াসিং
সন্তু চক্রবর্তী ২৫১	২৮১ মুনমুন চক্রবর্তী সেন
সৌরভী করমহাপাত্র ২৫২ – ২৫৩	২৮২ অমলেশ কুমার ঘোষ
কল্যাণী দাস মহাপাত্র ২৫৪ – ২৫৫	২৮৩ – ২৮৪ হাফিজুর রহমান
সুপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় ২৫৬	২৮৫ – ২৮৬ শামীম আরা শিপ্রা
কল্যাণ কুমার সাউ ২৫৭ – ২৫৮	২৮৭ – ২৮৮ ড. রুণা পাল
বিশ্বজিৎ মানিক ২৫৯	২৮৯ – ২৯০ সিন্ধু কুমার চাকমা
অর্নিতা দাস ২৬০	২৯১ নিখিলেশ কুমার ঘোষ
ইন্দ্র দাশগুপ্ত ২৬১	২৯২ মৌমিতা ঘোষ
মীনা কুণ্ডু ২৬২	২৯৩ দুলালী দাস
বিষ্ণু মুখার্জী ২৬৩ – ২৬৪	২৯৪ রমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মুনমুন চক্রবর্তী সেন ২৬৫	২৯৫ হরিদাস সর্দার
সমাপ্তিকা (মৃদুলা গরাং) ২৬৬	২৯৬ – ১২৭ কেশবী উরাওঁ
শ্রী স্বপন কুমার মন্ডল ২৬৭ – ২৬৮	২৯৮ সুমিত্রা সাহা
গৌতম সমাজদার ২৬৯	২৯৯ বিধান ঘোষ
দীপিকা হালদার ২৭০	৩০০ – ৩০১ কিশোর পাইন
নন্দিতা দাস ২৭১	৩০২ রমেন দে
সাঈদা আজিজ চৌধুরী ২৭২	৩০৩ বিবেকানন্দ বসাক

স্ম র ণি কা- ২ ০ ২ ৫

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ অংশ

লেখক-কবি স্বপ্ন-কে জাগিয়ে তুলতে জানে
বরুণ চক্রবর্তী

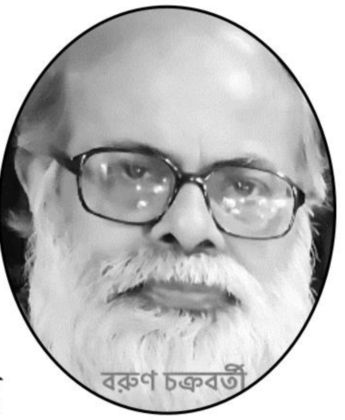

শুরুতেই আত্মবিশ্লেষণ,
কোথায় কে কেমন আছেন? অদ্ভুত-কিম্ভুত গোলমাল খুব বেড়ে চলেছে, আধিপত্য দিকে দিকে এহেন পরিস্থিতির কবলে ভালো মানুষেরা কোথাও সরব কোথাও নীরব; বিতন্ডা রয়েছে তবুও ভাবলে ভালো লাগে পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যেই নানান ধরনের বোঝাপড়া।

আলো-আঁধার স্বপ্ন ঘেরা জীবনের ক্রম বিবর্তন, চেতনার স্ফূরণ পরিশেষে বাস্তবতার বিকাশ এই ভাবেই জীবন জুড়ে আলোর বিস্তার। অন্ধকার দূরে সরিয়ে আলোকিত পরিবেশ গড়ে সভ্যতাগর্বী সমাজ আগুয়ান। অন্ধকার-এর অনেক দোষ, না অন্ধকার নয়, আলোকিত অঙ্গণই মানের জীবনকে মান্যতা দেয় সম্মানিত হ'তে সহযোগিতা করে। এখানেই আলোর জোরদার অবস্থান। নিভে আসা স্বপ্নও এমন অঙ্গণ-প্রাপ্ত হ'লে জেগে ওঠে। নিষ্প্রভ স্বপ্ন কখনও সাংঘাতিক সমস্যায় ঠেলে, সমস্যাক্লান্ত জীবনে যখন বিপর্যয় ঘনায় তখন হুলস্থুলু ব্যাপার... উত্তরণের কোথায় দিশা? রব ওঠে; যদিও আমাদের বোধভাষ্যে আলো যতটা কাছে ততটাই এমনকি তারও আরও বেশী অন্ধকার দূরে... থাক... এই জীবন এই জগতে আলোর কত জোর তাই তো স্বপ্নময় উদ্ভাসিত জীবন ভরপুর আলোয় মাখামাখি।

সভ্যতা একে সাজিয়ে তুলেছে আলো, আলোই ভালো। আগুন আবিষ্কারের সাথেই চেতনার আলোকে আলোকিত মানুষ সার-বুঝ বুঝেছে, এই যে আলো ছাড়া আমাদের গতি নেই। তাইতো আলোর সভ্যতায় মানুষ শুদ্ধ। আলো-অন্ধকারের নিভৃত সাড়ায় মানুষ নিজেকে আলোকিত রাখবার অনেক ব্যবস্থা করেছে যার মধ্যে অন্যতম লেখক-কবি সঙ্গলাভ। তাঁরা যেমন স্বপ্ন দেখাতে জানেন, তেমনই অন্ধকার তাড়িয়ে আলো ফোটাতেও জানেন। সাধারণ মানুষেরা যেটুকু না-পারেন লেখক-কবি সাহসের সাথে তা ক'রে দেখান। যেমন কলমে ভাষা গড়েন নির্ভীক চিত্তে গর্জন তোলেন, তাঁদের বোধ—'

স্ম র ণি কা- ২ ০ ২ ৫

কবিতা অংশ

একটি ফুল

রজনী কান্তি দাস

বাংলাদেশ।

একটি ফুল ঝরে গেল
আমার হৃদয় হতে,
জানিনা এমন ফুল ফুটবে কিনা
অদূর ভবিষ্যতে।

যে ফুলের সুরভী
আজও বহমান,
চিরকাল থাকবে তা
হবে না অবসান।

যে ফুলের কলি রয়েছে
ধরার আনাচে কানাচে,
তার বিরহে কলিগুলো
কাঁদছে শুধু কাঁদছে।

চরিত্র তাহার অপরূপ ছিল
মনোহর ছিল তাহার বসন,
তার চেয়ে আরও মধুর
ছিল তাহার বচন।

ওগো দয়াময়, তব কাছে
করি প্রার্থনা,
সেই ফুলটিকে দিও তুমি
সুখের আস্তানা।

নতুন ভাবনা, উন্নত জ্ঞান
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

Website: www.ichchashakti.com